তারিখ ...08 SEP 2017... ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম...৬......

সমকাল

নৌকায় চড়ে স্কুলে যায় ঈশ্বরদীর চরকুড়ুলিয়া শান্তিনগর গ্রামের শিশু শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

শান্তিনগর গ্রামে বিদ্যালয় নেই

■ সেলিম সরদার, *ঈশ্বরদী*

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ। বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করলেও ঈশ্বরদীর প্রত্যন্ত গ্রাম শান্তিনগরে কোনো বিদ্যালয় নেই। এখানে সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা পৌঁছেনি এখনও। এই গ্রামের শিশুদের কথা চিন্তা করে এক বছর আগে ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ এমপি এখানে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি।

ঈশ্বরদীর শান্তিনগর গ্রামে বিদ্যালয় না থাকায় শিশুরা কেউ নৌকায় চেপে, কেউ নদী সাঁতরে স্কুলে যাতায়াত করে। শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে উপজেলার লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়নের চরকুড়ুলিয়ার শান্তিনগর গ্রামের মাঝ দিয়ে চলে গেছে পদ্মার শাখা নদী। দুর্গম এ গ্রামের শিক্ষার্থীরা কলাগাছের ভেলা ও নৌকায় চড়ে, কখনওবা সাঁতরে নদী পার হয়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। বছরের পর বছর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে ঈশ্বরদীর পদ্মা চরের শিশু শিক্ষা কার্যক্রম।

উপজেলার লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়নের চরকুড়ুলিয়া শান্তিনগর গ্রামটি পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ৩০০ পরিবারের বসবাস। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের পেশা কৃষক ও কৃষিজীবী। এরা ভূমিহীন ও নদীভাঙনকবলিত মানুষ। গত এক দশক ধরে এ গ্রামের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। চরের প্রত্যন্ত এ গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছলেও এখানে সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা পৌঁছেনি। নেই কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়। অথচ এ গ্রামের ২০০ শিশু শিক্ষার্থী প্রতিদিন ৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে বিদ্যালয়ে যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে। স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পার হতে হয় নদী।

গ্রামবাসী জানান, ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন এ নদী পার হয়। বর্ষার ভরা মৌসুমে তারা ভেলায় ও নৌকায় পার হয়। নদীতে যখন গলা সমান পানি থাকে তখন শিক্ষার্থীরা জামা-কাপড় ভিজিয়েই নদী পার হয়। আবার অনেকে সাঁতার দিয়েও নদী পার হয়। অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের কোলে চড়িয়েও নদী পার করে দেয়। শিক্ষার্থী মাহমুদ জানায়, এ নদীতে সব সময় পানি থাকে। হাঁটুর ওপর যখন পানি থাকে তখন তারা জামা-কাপড় ভিজিয়ে নদী পার হয় এবং পরে অন্য জামা-কাপড় পরে বিদ্যালয়ে যায়। ছাত্রী সুলতানা জানায়, বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় নদী পার হতে গিয়ে একদিন নৌকা উল্টে সে নদীতে পড়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচে যায়। সেদিন মাঝি ও নৌকার অন্যযাত্রীরা তাকে উদ্ধার করে। প্রতিদিন নৌকা পার হতে প্রত্যেকের ১০ টাকা করে খরচ হয়। নৌকার টাকা না দিতে পারলে সেদিন তার বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না।

লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুল হক মোল্লা জানান, এক বছর আগে ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ এখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি, সে কারণে এই এলাকার মানুষ এখনও পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কানিজ ফাতেমা জানান, এই এলাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য কথাবার্তা চলছে, শিশুদের আর নদী সাঁতরে কিংবা নৌকায় চেপে স্কুলে যেতে হবে না।